দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২ ...

কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে

রাশেদ আহমেদ।। সারাদেশে গড়ে ওঠা অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল পরিচালিত হবে। নীতিমালা প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। কমিটি দেশের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, বেসরকারি নার্সারি, প্রিপারেটরি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, 'ও' লেভেল কিংবা বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন, স্বীকৃতি এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কাজ করছে। ইতিমধ্যে কমিটির দু'দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানায়, তারা কিছুদিনের মধ্যে এ সমস্ত স্কুলের সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য একটি জরিপ চালাবে। তবে এর আগে চলতি সপ্তাহে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্ব স্ব উদ্যোগে তথ্য পাঠানোর আহ্বান করা হবে। এরপর প্রত্যেক জেলা শিক্ষা অফিসার ও ডিসির মাধ্যমে সার্ভে চালানো হবে। কমিটির সূত্র জানায়, তাদের পর্যালোচনার বিষয় হচ্ছে (১) এ সমস্ত স্কুলের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত, (২) প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, (৩) পাঠ্যসূচির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ, (৪) প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকের যোগ্যতা এবং (৫) অন্যান্য যেকোন বিষয় সংক্রান্ত। এসব পর্যালোচনা করে নীতিমালা প্রণয়ন করতে সময় লাগবে ৩ মাস। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, দেশে বর্তমানে কতগুলো কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল রয়েছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এবং কোন নিয়মনীতি না মেনে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এগুলো সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের জিম্মি করে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ দ্রুত বড়লোক হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্যে এসব প্রতিষ্ঠান দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে ইদানীং। বই খাতা, ইউনিফরম, কলম পেন্সিল, টিফিন নিয়েও ব্যবসা করে তারা। প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা যাবতীয় জিনিসপত্র উচ্চমূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এসব জায়গায় লেখাপড়ার কোন মান নেই, নেই নৈতিকতার বালাই। অনেক স্কুলে টেক্সটবুক বোর্ডের কারিকুলাম অনুসরণ করা হয় না। কর্তৃপক্ষ নিজেরা পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে, যার ফলে পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব বিষয়ে অবহিত হয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে গত বছর নভেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠন করে দেয়। এই কমিটি নীতিমালা প্রণয়ন করে দিলে সমস্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সেই নীতিমালার আলোকে চলতে হবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠান তা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তাহলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কঠোর ব্যবস্থা রাখা হবে। সরকারের শিক্ষা অধিদপ্তর স্কুলগুলো বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করবে।

বছরখানেক আগে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এক জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, দেশে ২০ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই মানসিক রোগী। কিন্ডারগার্টেন স্কুল এসোসিয়েশনের হিসেব অনুযায়ী দেশে ৬ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ।